দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 25 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

২০

# বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষা চালু করুন

## প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষা চালু করার আহবান জানান। ইসলামী অর্থনীতির ঐতিহাসিক সাফল্য আর গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি চালু করতে হবে।

বেগম জিয়া বলেন, ইসলামী অর্থনীতি এককালে সামাজিক, সাম্য ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও শোষণ দূর করার পথে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের কারণে এবং আগামী দিনের সময় আর চাহিদা বিবেচনা করে

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

## প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভবিষ্যতে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে।

গত মঙ্গলবার ঢাকায় সোনারগাঁ হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষাদান সংক্রান্ত দু'সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন। খবর বাসস'র।

সেমিনারের উদ্যোক্তা হচ্ছেন ইসলামী গবেষণা ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং জেদ্দার ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক। বাংলাদেশ ইসলামী ফাউণ্ডেশন ও আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ সেমিনারের সহ-উদ্যোক্তা।

উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো ভাষণ দেন জাতীয় সংসদের স্পীকার আবদুর রহমান বিশ্বাস, ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবদুল মান্নান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব এ জেড এম শামসুল আলম ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধি ডঃ মনজের কাহফ।

মন্ত্রীবর্গ, কূটনীতিকগণ ও উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দেশ-বিদেশ থেকে ইসলামী অর্থনীতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দশজনের বেশী বিশেষজ্ঞ সেমিনারে নিবন্ধ পেশ করবেন।

বেগম জিয়া বলেন, আজ সমগ্র বিশ্বে ধর্মীয় ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ আপন গতিতে শক্তিমান হয়ে উঠছে। বৈষম্য আর বিভেদের বদলে ন্যায়ের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বব্যাপী এই পরিবর্তিত অবস্থায় বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান বিশ্ব পদ্ধতিতে ব্যক্তি হোক আর জাতি হোক, গরীব আরো গরীব হচ্ছে আর ধনী আরো ধনী হচ্ছে।

বেগম জিয়া বলেন, "আল্লাহ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন আর সব সম্পদের মালিকই হচ্ছেন আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর সম্পদের উপর সবারই সার্বজনীন অধিকার রয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) মদিনা শরীফে একটা কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে কারোই মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব না করে সব মানুষের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল।

অথচ তখন মদিনা শরীফের সেই কল্যাণ রাষ্ট্র ততটা সম্পদশালী ছিল না। তিনি উল্লেখ করেন, আল্লাহ সবারই সৃষ্টিকর্তা; সবার রেজেকের মালিকই তিনি। সে জন্যেই সেই কল্যাণ রাষ্ট্রে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবারই সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, আজ ইসলামী উম্মা তার হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বেগম জিয়া বলেন, এমনকি এই সেদিনও সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যেত না। কিন্তু আজ বহু দেশে সাফল্যজনকভাবে সুদমুক্ত ব্যাংকিং পদ্ধতি কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জনগণ গভীরভাবে ধার্মিক এবং তারা ধর্মের সার্বজনীনতায় বিশ্বাস করে। তিনি বলেন, এ দেশের মানুষ ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ আর উদার ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত।

বেগম জিয়া আশা করেন যে, এই সেমিনারের সাফল্যের ফলশ্রুতিতে মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী অর্থনীতি বিভাগ খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো আশা করেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সেমিনারটিই শেষ সেমিনার হবে না। এই বিষয়ের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন দেশে আরো সেমিনারের আয়োজন করা হবে।